পাখির মেলা

মাহমুদুল হাসান নিজামী

পাখির মেলা

মাহমুদুল হাসান নিজামী

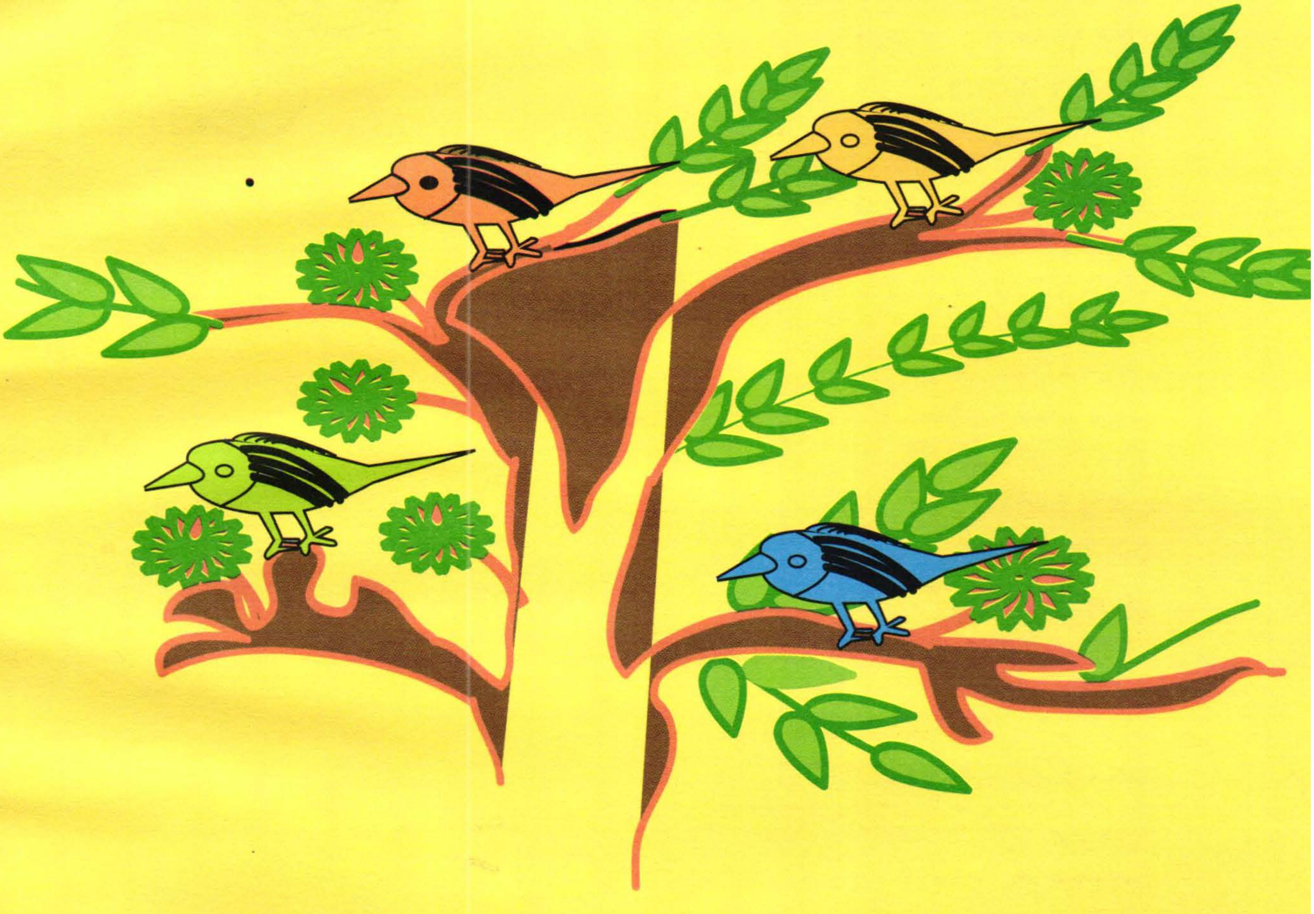

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

পাখির মেলা ফুলের মেলা

মাহমুদুল হাসান নিজামী

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক, প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম ৪০০০
ফোন ৬৩৭৫২৩ ; মোবাইল ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা ১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল ০১৭১১-৮১৬০০১

স্বত্ব
লেখক ও পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারীগণ

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০১৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মাহমুদুল হাসান নিজামী

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ আব্দুল লতিফ

মুদ্রণে
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা ১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

মূল্য : ৩০০/- (তিনশত) টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম ৪০০০
ফোন ৬৩৭৫২৩ মোবাইল ০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল ০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ফোন ৯৫৭৪৫৯০

PAKHIR MELA FULER MELA, by **Mahmudul Hasan Nizami,** Published by **S. M. Raisuddin**, Director, Publication, **Bangladesh Co-operative Book Society Ltd**. 125, Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 300/- US$ 10/- only.
ISBN- 984-70241-0078-8

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মাহমুদুল হাসান নিজামী শিল্পের জন্যই শিল্প সৃষ্টি করতে চাননি। প্রকৃতির সব শিল্প সৌন্দর্যকে নানা কৌণিক অবস্থান থেকে দেখতে চেয়েছেন বারবার। কবিতার শিল্পনগরে শৈলীর নির্মোহ ওজন করে দেখতে চান প্রকৃতি ও প্রণয়ের এই কবি।

কবিতা ছাড়া ও তার নিত্য লেখার বিষয় বেশ প্রসারিত। ছড়া, গল্প, উপন্যাস, গবেষণা, প্রবন্ধ ও গান সহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় মাহমুদুল হাসান নিজামী'র রয়েছে সাবলীল বিচরণ ।

রক্তে তার প্রতিক্ষণ খেলে কাব্যকেলি, সৃষ্টিতে তিনি সৃজন পোকার আসনে আসীন, উপমা কুড়িয়ে তিনি কাব্য শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ **"পাখির মেলা ফুলের মেল"** বইটি প্রকাশ করে পাঠকদের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব নিয়েছে।

আশ করি বইটি শিশু-কিশোদের মনকে আকৃষ্ট করবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক, প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ফারজানা হক

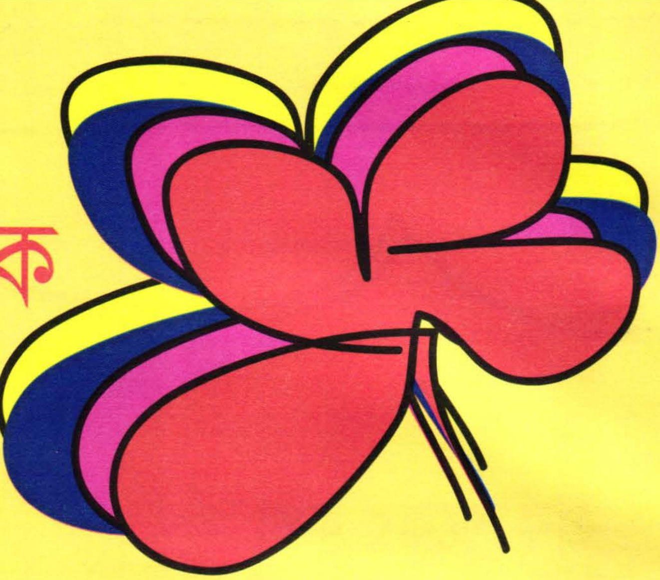

পাতায় পাতায়

শালিক #৫
চিল #৬
ছাতারে #৭
ডাহুক #৮
দিনে কানা #৯
দোয়েল #১০
ফিঙে #১১
ইষ্টি কুটুম #১২
কাক #১৩
কমলা বউ #১৪
কসাই #১৫
লাল মুনিয়া #১৬
মাছ রাঙা #১৭
মদনটাক #১৮
ময়না #১৯
টুনটুনি #২০
টিয়া #২১
তিলা ঘুঘু #২২
পান কৌড়ি #২৩
রঙিলা বক #২৪
শ্যামা #২৫
বনশন #২৬
বন ফটকা #২৭
ঢোল কলমী #২৮
আমরুল #২৯
বনফুল #৩০
বরুন #৩১
ধুতরা #৩২
গাওছা লতা #৩৩
জারুল #৩৪
কদম ফুল #৩৫
কানদুলি #৩৬
কাশ ফুল #৩৭
খেজুর ফুল #৩৮
কুমারিয়া লতা ফুল #৩৯
কুরচি ফুল #৪০
লন্ঠন ফুল #৪১
পদ্ম #৪২
রজনী গন্ধা #৪৩
সজিনা #৪৪
ডালিম ফুল #৪৫
গোলাপ #৪৬

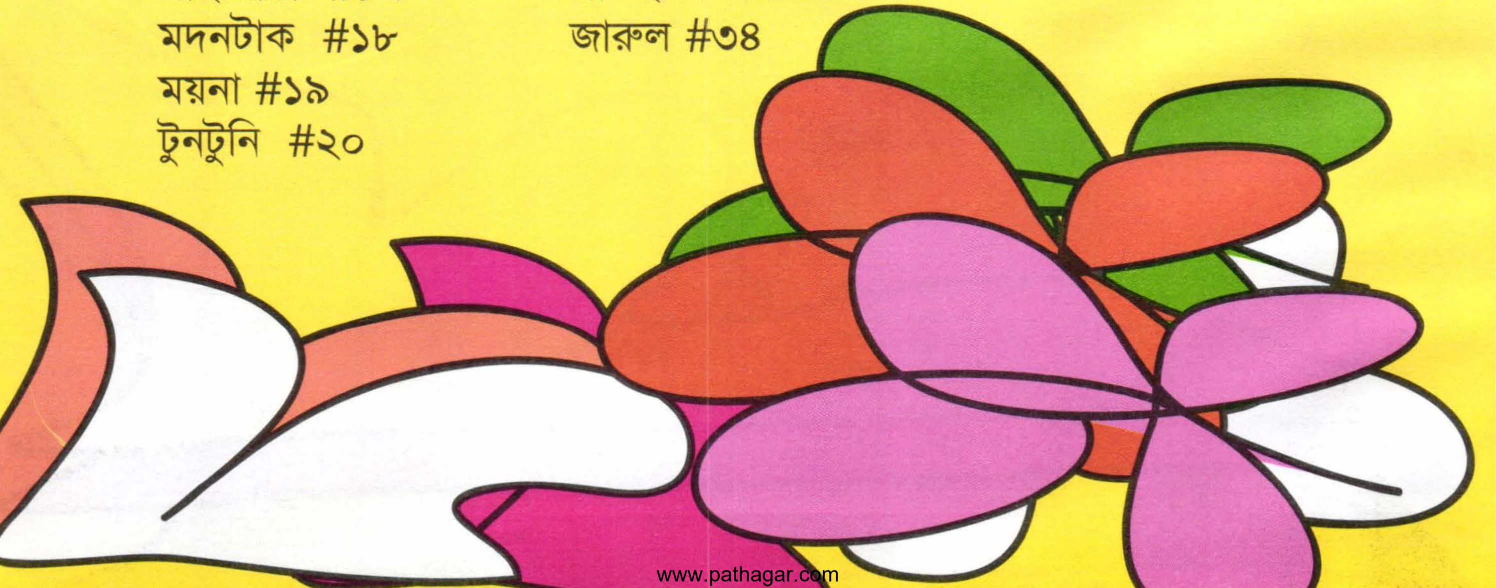

www.pathagar.com

শালিক

বাদামী রং তার গায়েতে
হলুদে মাখা তার পায়েতে
মানুষে পায় নাতো ভয়
ছিটানো খাবারটা প্রিয় নিশ্চয়
ভাত শালিক নাম যার
ধান আর পোকা মাকড়
খেয়ে বাঁচে জান তার।

www.pathagar.com

চিল

আকাশটা করছে মনোরম ঝিলমিল
বৃক্ষের শাখাতে বসে আছে এক চিল
ছোঁ মেরে তুলে নেয় মুরগীর বাচ্চা
ব্যাপারটা আচ্ছা
ট্যা ট্যা করে শুধু পেটে এলে ক্ষিধা
নেই তার দ্বিধা
নিচ থেকে সাজিমে মারে এক ঢিল
হুট করে ডানা মেলে উড়ে গেল চিল।

www.pathagar.com

ছাতারে

চলে তারা দলে দলে কাতারে কাতারে
অপরূপ সৃস্টি পাখিটা ছাতারে
শরীরের রঙটা বাদামী
গায়ে যেন পরেছে পোষাক দামী।

www.pathagar.com

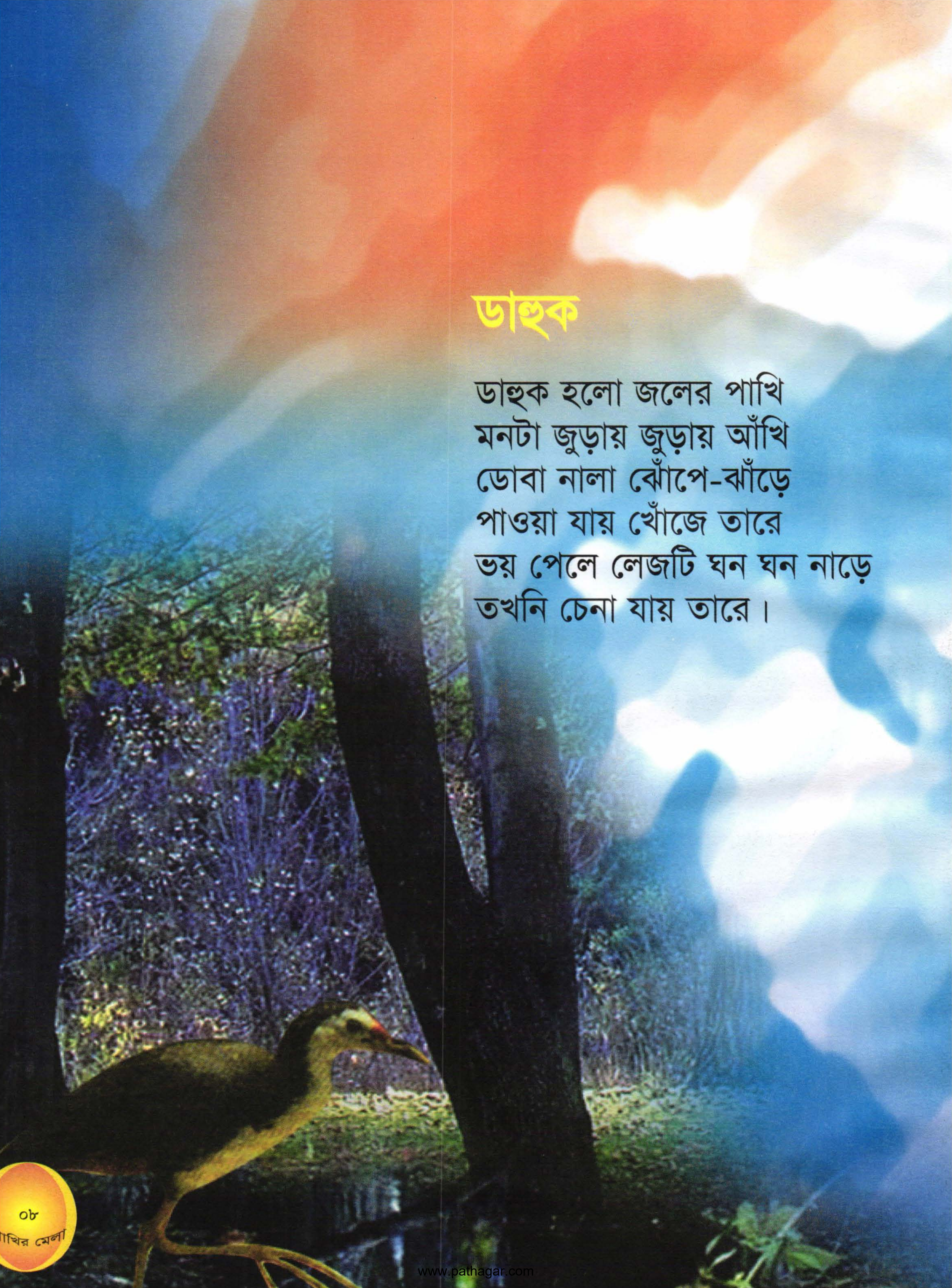

ডাহুক

ডাহুক হলো জলের পাখি
মনটা জুড়ায় জুড়ায় আঁখি
ডোবা নালা ঝোঁপে-ঝাঁড়ে
পাওয়া যায় খোঁজে তারে
ভয় পেলে লেজটি ঘন ঘন নাড়ে
তখনি চেনা যায় তারে।

www.pathagar.com

দিনে কানা

নিশাচর পাখি
নাম দিনে কানা
দিনের বেলায় আলোতে
চোখে কিছু দেখেনা
রাতের বেলায় বের হয়
খাবারের সন্ধানে
মাটিতে বসে থাকে
সারাদিন বনে।

www.pathagar.com

দোয়েল

দোয়েল এর শিস্ শুনে
মনে লাগে দোলা
দক্ষিণের জানালাটা
একেবারে খোলা
ডানাটা কালো
তবুও সে ভালো।

www.pathagar.com

ফিঙে

ফুল ফুটেছে ঝিঙে
পাখির রাজা ফিঙে
প্রজাগনের বিপদ হলে
দুঃখে গায়ে আগুন জ্বলে
তেড়ে আসে ফিঙে রাজা
গা মেরে শিকারীদের দেয়রে সাজা
রক্ষা করে অন্য পাখি -তাহার প্রজাগণ
এটাই হলো পাখির রাজা ফিঙের আচরণ।

www.pathagar.com

ইষ্টিকুটুম

পাখির নাম হলদে বউ
ইষ্টিকুটুম নামে চিনি তাকে
মিষ্টি মধুর কণ্ঠ দিয়ে
ডাক দিয়ে যায় কাকে?
গায়ে যেন হলদে শাড়ী
যাবে কি সে শশুর বাড়ী?
কে দিয়েছে ঠোঁটে তার
আলতা মেখে চমৎকার।

www.pathagar.com

কাক

কালো পাখি কাক
কা-কা- ডাকে
চলে ঝাঁকে ঝাঁকে
গাছে শাখে শাখে
বিদ্যুতের তার
ভয় নাই যার
খুব চালাক সে
হুট করে লুঠ করে খাবারটা যে।

www.pathagar.com

কমলা বউ

ঐ পাখিটি কমলা বউ
দেখতে সুন্দর ভারি
পরছে যেন সারা গায়ে
কমলা রঙের শাড়ী
পোকা মাকড় খেয়ে তার
জীবনটা হয় পার
দামা নামে আরেকটি
নাম আছে তার।

www.pathagar.com

কসাই

ঠোঁট দিয়া কেটে খায়
নাম তাই কসাই
পা দিয়ে শিকারী
সাদা কালো লাল শাড়ী
পরে আছে গায়ে যেন
ডালে ডালে একা কেন?
কে দিলো নাম তার
ভাবছি বারবার।

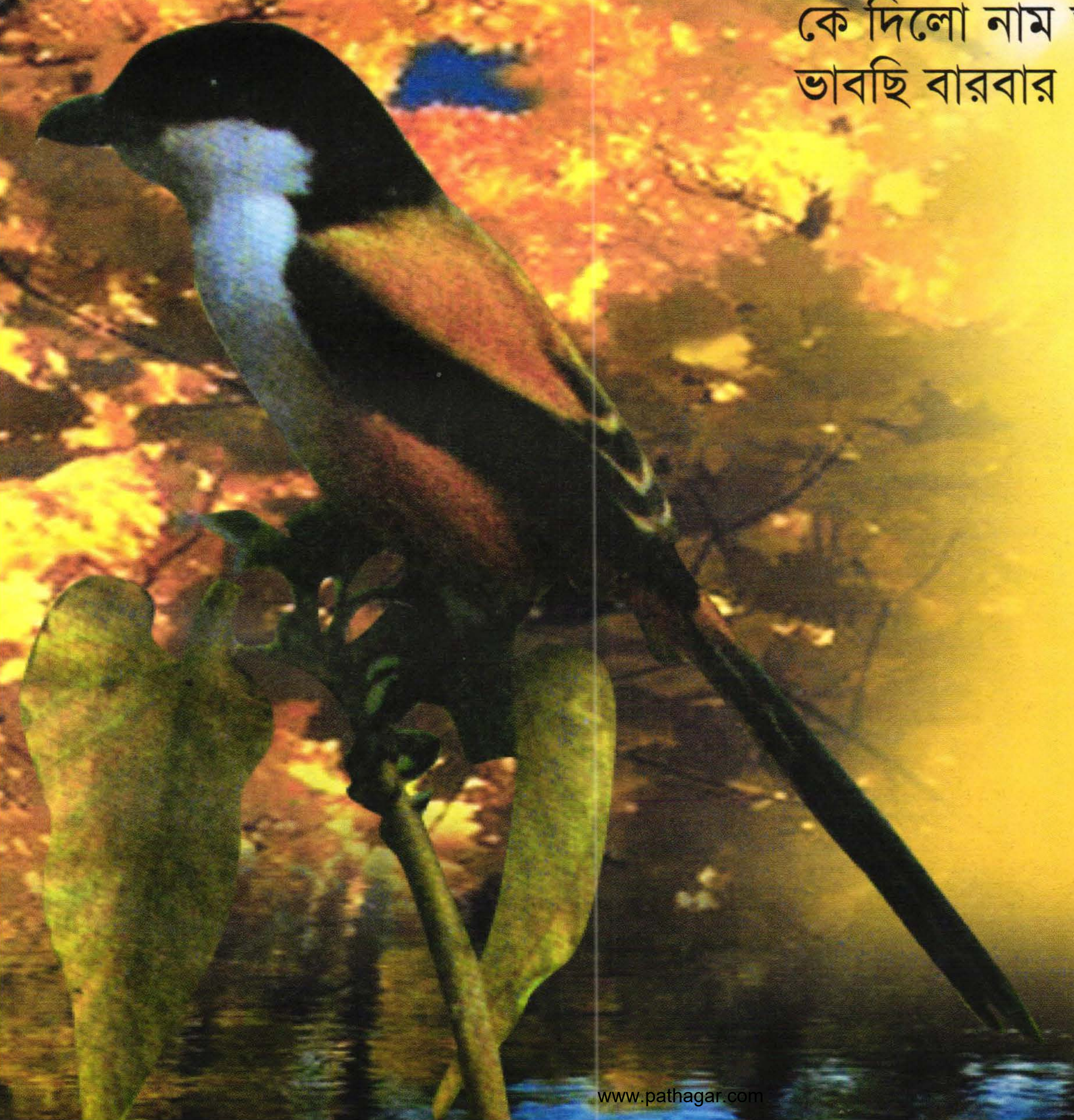

www.pathagar.com

লাল মুনিয়া

কাশফুল বাঁশ পাতা
দিয়ে বাঁধে ঘর
দেখিতে লাগে তারে
ভারী সুন্দর
সাদা সাদা ফুটকিতে
শরীরটা লাল
গান গেয়ে কেটে যায়
মুনিয়ার কাল
পাখিটির নাম হলো
লাল মুনিয়া
সুন্দর রূপে তার
জাগে দুনিয়া।

www.pathagar.com

মাছ রাঙা

নদী নালা খাল বিল পুকুরে
মাছ রাঙা দেখা যায় সকালে দুপুরে
বসে বসে ডালে
লেজ নাড়ে তালে
চোখটা স্থির শিকারে
মাছ পেলে বেঁধে রাখা যায় কি তাহারে?
মাছ রাঙা মাছ খায়
বসে আছে গাছটায়।

www.pathagar.com

মদনটাক

মাথা ভরা আছে টাক
নাম তার মদনটাক
হাঁটু তার হয়না বাঁকা
লম্বা পা'টা স্রষ্টার আঁকা
পেটে তার সাদা রঙ
পিঠে আছে কালো
বিচিত্র রূপে তারে
কি যে লাগে ভালো।

www.pathagar.com

ময়না

কৃষ্ণ কালো শরীরটা
টুকটুকে হলদে পা
যাহা শিখাই বলতে পারে
নাম দিয়েছি ময়না তারে
বাড়ী তার কোথারে?
বন ঐ বাদাড়ে
ময়নারে ময়না
তোরে দেখে আবিদা
ধরে বসে বায়না।

www.pathagar.com

টুনটুনি

টুনটুনি টুনটুনি
এতো কেন ছোট তুমি
লেজ তার সুন্দর
পাতা দিয়ে বাঁধে ঘর
ঘর বাঁধার মন্ত্র
ঠোঁট তার যন্ত্র।

www.pathagar.com

টিয়া

এই রঙ পেলি কোথা টিয়ারে
রঙ এর নাম হয় তোর নাম দিয়ারে
ধারালো ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল
আশ্রয় একটাই বৃক্ষের ডাল
চোখ যায় জুড়িয়ে রূপ দেখে তাররে
এমনি সুন্দর দেখিনিতো আররে।

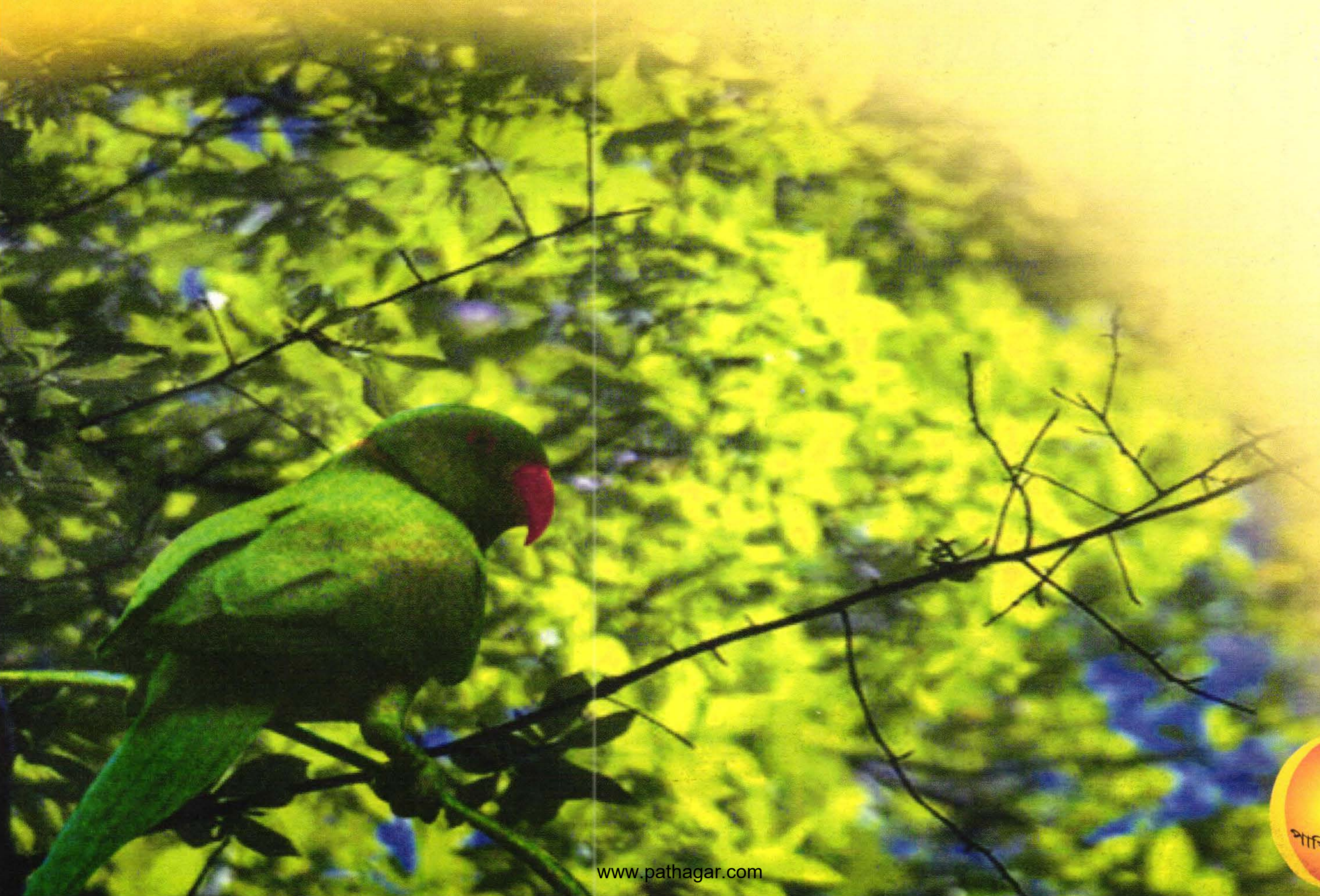

www.pathagar.com

তিলা ঘুঘু

পায়রার বংশ
যেন ছোট হংস
নাম তিলা ঘুঘু
রূপে তার মুগ্ধ আবির আর খুকু
সারা গায়ে তিল যেন
বসে আছে একা কেন
কণ্ঠটা কি দারুণ মিষ্টি
আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি!

www.pathagar.com

পানকৌড়ি

পান কৌড়ি পান কৌড়ি
জলে ভাসা পাখি
জল কাক নামেও
ফের তারে ডাকি
ডুব দিয়ে ধরে আনে
গভীরের মাছ
ভুস করে ভেসে উঠে
হয়নাতো আঁচ
গায়ে তার কালো রঙ
চোখ দুটো লাল
মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে
সারাদিন কাল।

www.pathagar.com

রঙিলা বক

মনটা করে কেন টগবগ
ঐ দেখ দাঁড়িয়ে রঙিলা বক
সাদা কালো সবুজে মিশানো ছোপ
শরীরটা তার কেন এত অপরূপ।
চোখ ভারি সুন্দর দীর্ঘ পা
পা দিয়ে ধরে ফেলে শিকারের গা
লম্বা ঠোঁট দিয়ে করে সে কি
রঙিলা বক তোরে চিনে ফেলেছি।

www.pathagar.com

শ্যামা

বন থেকে আনলো ধরে মামা
পাখিটির নাম শ্যামা
কি মজারে ইস্‌
মিষ্টি মধুর বাজালোরে শিস্‌
বাঁশ বাগানে ঘর
বাঁশের ডালে বাড়ী
নড়ার শব্দ পেলে তবে
দেয় জোরে পাড়ি।

www.pathagar.com

বনশন

হলুদে ভরে আছে তার দেহটা
শক্তি দেয় মাটিকে তোমরা জানো তা?
নাম তার বনশন
রূপ দেখে হয়ে যায় ভাবুকে আনমন
অরণ্যে বসবাস পাহাড়ে
ভালো করে চিনে নাও তাহারে।

www.pathagar.com

বন ফটকা

কোথায় গেলি বন ফটকা
পাইনা কেন তোরে?
তোর জন্য মনটা আমার
সবখানেতে ঘুরে
রূপের গায়ে রূপ মেখেছো
সে যে লালে লাল
মনটা জুড়ায় দেখে তোরে
সকাল আর বিকাল।

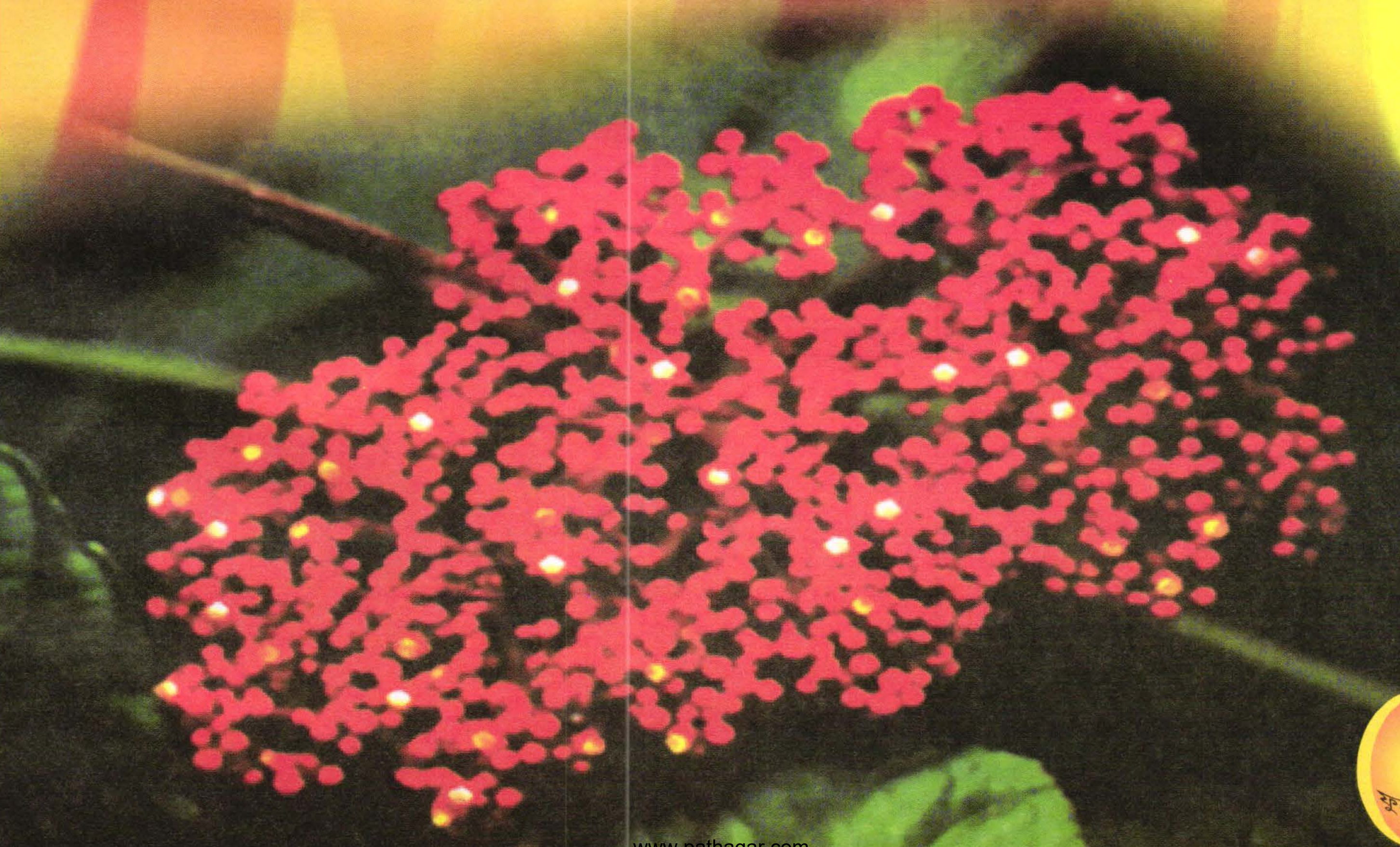

www.pathagar.com

ঢোল কলমী

ঢোল কলমী ঢোল কলমী
ফুটে আছে পথের দ্বারে
দূরে এবং বহুদূরে
খুঁজছো তুমি কারে?
চোখ খুলে চেয়ে আছে
এসে যাও আরো কাছে
চেয়ে চেয়ে মন জুড়াবো
গাঁও গেরাম ফের সাজাবো
ঢোল কলমী ফুলে
উদীচি সমীরণে ঢোল কলমী দুলে।

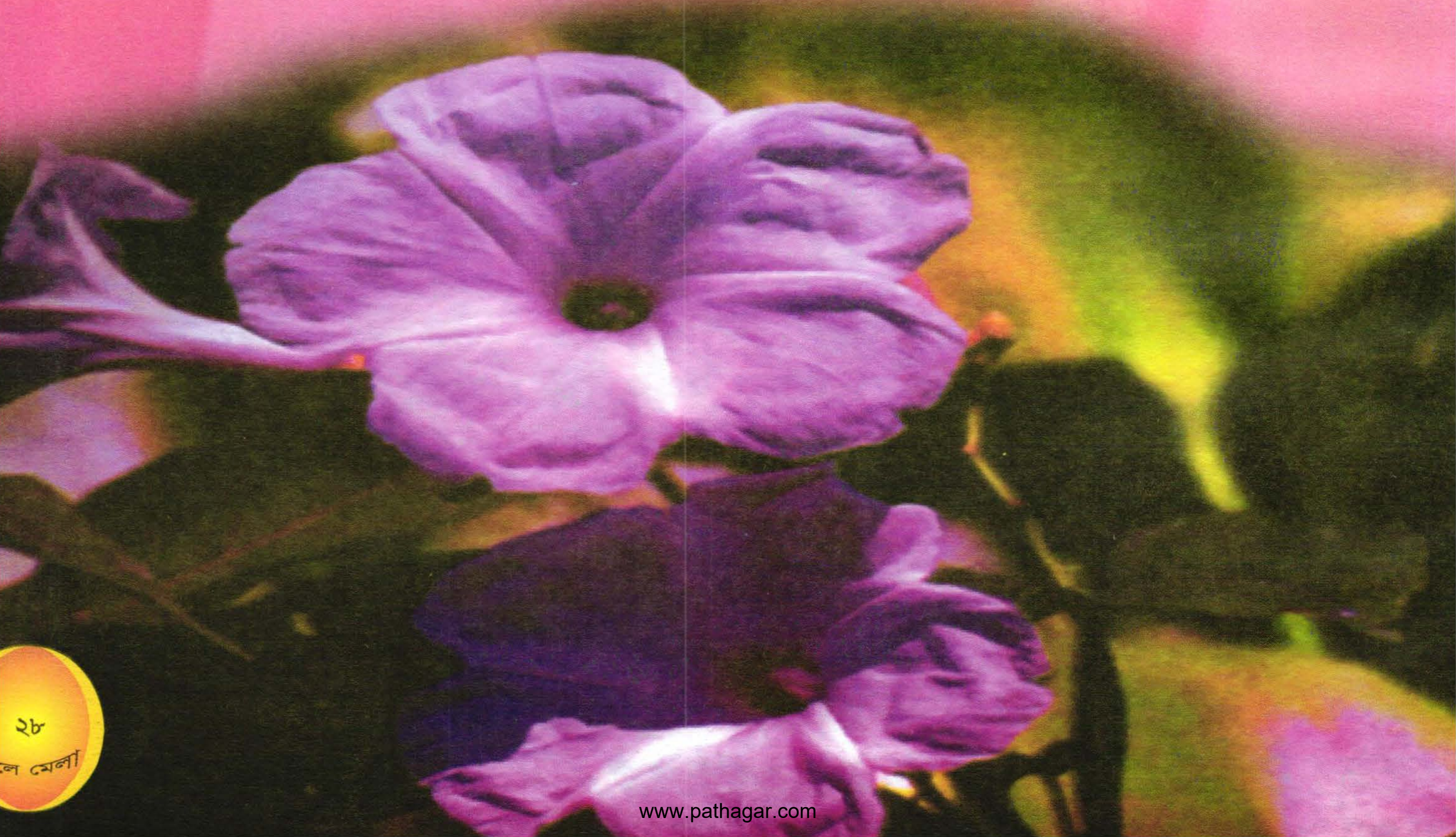

www.pathagar.com

আমরুল

অবজ্ঞা অবহেলায়
স্যাঁত স্যাঁতে জায়গায়
ফুটে আছে আমরুল
মনোরম কানদুল
গোলাকার পাতা
যেন এক ছাতা
ঔষধী গুণ আছে তার কাছে কত
সুগন্ধি নাই তার গুণে অবিরত।

www.pathagar.com

বনফুল

কত ফুল কতখানে
ফুটে আছে
বনফুল ফুটে আছে
হাজারো গাছে
সব ফুলের নাম কি
জানে সকলে?
ফুলের নাম সকলে
ফুলই বলে
ভুল হলেও নাম তব
নিশ্চয় ফুল
ভিন্ নামে ডাকিলেও
হবে নাকো ভুল।

www.pathagar.com

বরুণ

গাছ গাছে হাসছে
বসন্তের কন্যা
বরুণ এক নাম তার
ডাক নাম বইন্যা
সাদা ভরা হলুদে
হালকাটে উচ্ছ্বাস
মনটা ভরে আছে
আনন্দে চারপাশ
ফল তার ছোট
কদবেলের মত
ঔষধী গুন আছে
তার কাছে শত।

www.pathagar.com

ধুতরা

মানুষের অপকাম
ধুতরার বদনাম
ছুঁয়ে দিলে ধুতরায়
শরীরটা ফোলে যায়
তবুও ভাল লাগে
ধুতরার ফুল
ফুলকে ভালবাসে
জগতের কুল।

www.pathagar.com

গাওছা লতা

ফুলের নাম গাওছা লতা
অঙ্গেভরা ফূল পাতা
মনে জাগে কত কথা
রূপে তাহার মুছে ব্যথা
ভরে যায় সৌরভে
আশপাশ মৌরবে
আনন্দে ভরে ওঠে মন
অরণ্য পাহাড়ে নির্জন।

www.pathagar.com

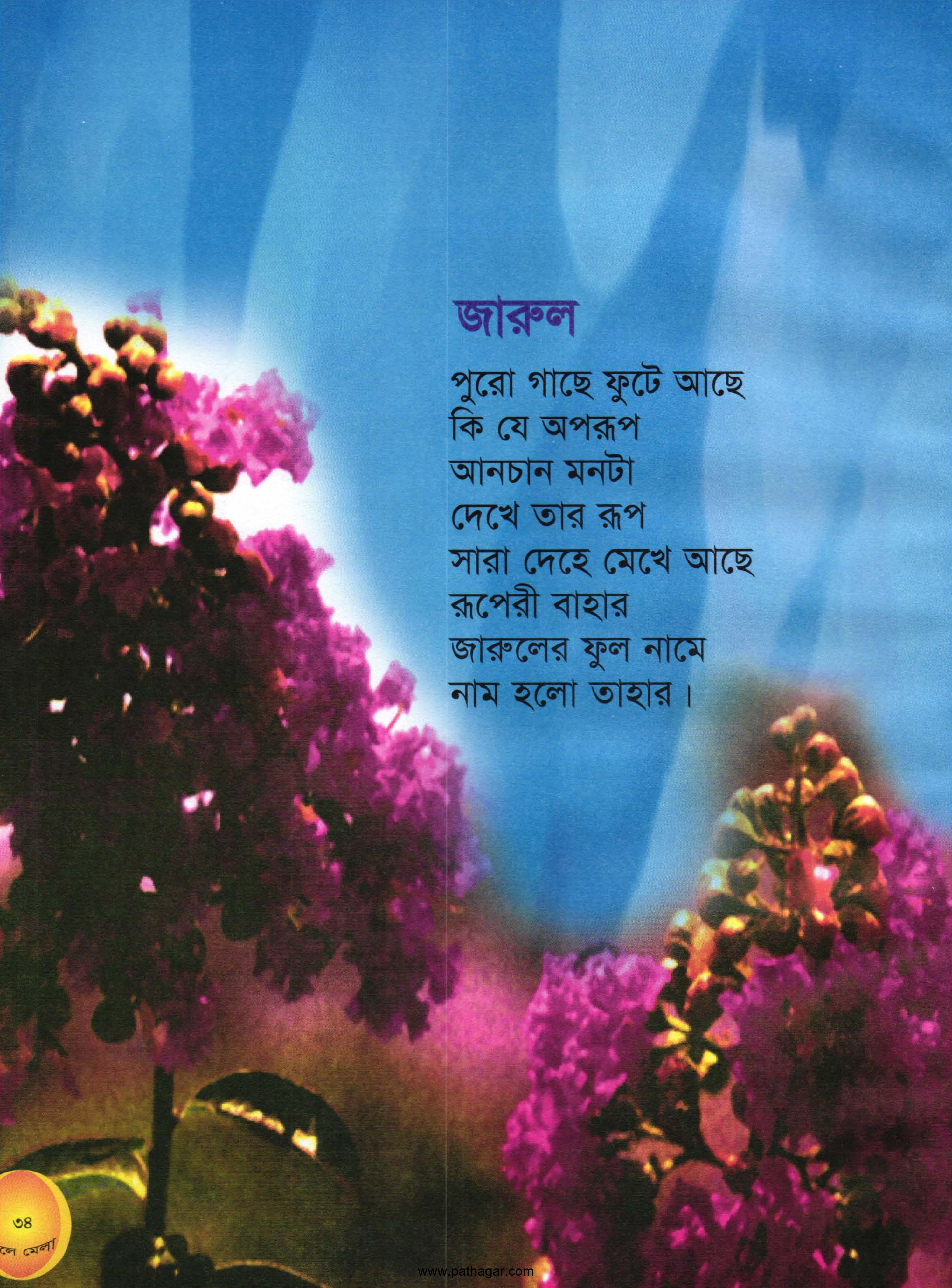

জারুল

পুরো গাছে ফুটে আছে
কি যে অপরূপ
আনচান মনটা
দেখে তার রূপ
সারা দেহে মেখে আছে
রূপেরী বাহার
জারুলের ফুল নামে
নাম হলো তাহার।

www.pathagar.com

কদম ফুল

রূপে তব মুগ্ধ আমি
ওগো কদম ফুল
বাদল বেলার মেহমান
গোলাকার গুল
পাপড়ি গুলো কমলা রঙ
পরাগ কেশর সাদা-ঢং
বৃষ্টি ভেজা বাতাসে
কোমল হিমেল সুবাসে
পাগল করে মন
তাইতো আমি মুগ্ধ হয়ে
দেখি সারাক্ষণ।

www.pathagar.com

কানদুলি

কানের ফুলের মত সে
নাম কানদুলি
ভালো করে দেখে নাও
তারে মন খুলি
ধান ক্ষেতের আগাছা
ধান ক্ষেতে থাকে
কানাইয়া ঘাসও
বলে কেউ তাকে।

www.pathagar.com

কাশফুল

কাশবনে ফুটে আছে
কাশফুল
মনটা হাসিতে
মশগুল
সোনা রোদ ছুঁয়ে দেয়
কাশফুলের গা
কোমলী দোলা দেয়
উদাসী হাওয়া।

www.pathagar.com

খেজুর ফুল

দেখা হয় শীত শেষে
খেজুরের গাছে গাছে
খেজুরের রূপ দেখে
মনটা মনে নাচে
কোথায় পাবে খেজুর ফুল
গাঁও গেরামে যাও
খেজুর রসের পিঠা খেয়ে
মনটা কে জুড়াও।

www.pathagar.com

কুমারিয়া লতা ফুল

বসন্তে উকি দেয়
শাখা পাতা ফাঁকে
কুমারীয়া লতা ফুল
বলে সবে তাকে
দেখা তার পাওয়া যায়
ঝোপ আর ঝাড়ে
গোলাপী রূপ তার
মনটা কে কাড়ে।

www.pathagar.com

কুরচি ফুল

তোমার খোঁজে অলি মাতাল
ঘুরছে গিরি বন
কোথায় আছো কুরচি ফুল
আমার প্রিয় ধন
রঙামাটির ঐ পাহাড়ে
কুরচি আছে ভাই
গ্রীষ্ম কালের শুরুতেই
তাকে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

লণ্ঠন ফুল

ফুলের নাম লণ্ঠন
কারে কর রূপ তুমি বন্টন
পাওয়া যায় খোঁজ তার
সারা দেশ জুড়ে
ঝোঁপ ঝাড় জঙ্গল
গ্রামটাতে ঘুরে

শরৎ আর শীতকালে
আস তুমি ঢের
বার বার ঝরে গিয়ে
ফিরে আস ফের ।

www.pathagar.com

পদ্ম

ফুলের নাম পদ্ম
তাকে নিয়ে লেখা হলো কত যে পদ্য
জলাধার আশপাশ
ডোবা নালায় বসবাস
রোজ ফুটে সকালে
ঝরে যায় অকালে।

www.pathagar.com

রজনী গন্ধা

রজনী মোহিনী
রজনী গন্ধা
সুবাসে রাতটা
করে তুলে ছন্দা
সুগন্ধি ছড়ায় সে
রাতেরী বেলায়
রজনী গন্ধা
নাম হলো তাই?

www.pathagar.com

সজিনা

বীজ বাকল ডাঁটা মুল
ফল,শাখা, পাতা ফুল
ঔষধী গুনে ভরা
শুভ্রতা মন কাড়া
সজিনা তার নাম
রূপ গুন অবিরাম।

www.pathagar.com

ডালিম ফুল

রাঙা ফুলের উচ্ছ্বাসে
মনটা আজি কার হাসে
ডালিম ফলের কত্তো গুন
ডালিম ফুল-এর গল্প শোন
রক্ত গায়ে মেখেছে
আঙিনাতে ফুটেছে।

www.pathagar.com

গোলাপ

গোলাপের কত রূপ
শত রূপ আছে
লাল নীল সাদা হয়ে
ফুটে গাছে গাছে

কালো রঙ গোলাপটা
পেয়ে খুশি চাষী
হলুদে মাখা তাও
গোলাপের হাসি

যত রঙ যত রূপ
গোলাপের সব
সুগন্ধে মনটা
করে কলরব।

www.pathagar.com

মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা সম্পর্কে কবি আল মাহমুদ

এসময়ে তরুণ কবিদের মধ্যে যাদের সম্ভাবনা আমাকে আশান্বিত করেছে মাহমুদুল হাসান নিজামী তাদের মধ্যে প্রধানতম। তার কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি এবং দেশপ্রেম, বিত্রি শব্দ সম্ভার,উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় ভাষারূপ গ্রহন করেছে এ ধরনের কবিরাই শেষ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কবিতায় নতুন কিছু যোগ করবেন বলে আমার দৃঢ় আস্থা আছে। মাহমুদুল হাসান নিজামী মূলত প্রেমের কবি হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গিটি ও অত্যন্ত রোমান্টিক। তার শব্দ যোজনা আন্তরিক। তার উপমা আমার মত বয়োবৃদ্ধ কবির মনেও পুলক সৃষ্টিতে পারঙ্গম হয়েছে সবচেয়ে বড় কথা মহমুদুল হাসান নিজামীর ছন্দের প্রতি নিষ্ঠা এবং গীতি প্রবণতা তাকে অন্য অনেক কবি থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে । সাহিত্য এবং কাব্য অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য কাজ। যদি নিজামী তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য ব্যপক পরিশ্রমে সম্মত থাকেন তবে তিনি আমাদের সাহিত্যকে সোনালী শস্যে পরিপূর্ণ করে দিতে পারবেন।

আমি এ কবি আন্তরিক সাফল্য কামনা করি।

(কবি আল মাহমুদ)

এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি

www.pathagar.com

ফুলের মেলা

মাহমুদুল হাসান নিজামী

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

ফুলের মেলা

মাহমুদুল হাসান নিজামী

Estd-1949
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com